নবিজির ﷺ তিলাওয়াত

শাইখ হামদান আল-হুমাইদি

রাইয়ান প্রকাশন

নবিজির ﷺ তিলাওয়াত

প্রথম প্রকাশ

আগস্ট : ২০২২

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

ইমেইল

raiyaanprokashon@gmail.com

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মার্জিন সলিউশন, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

প্রচ্ছদ

সিদ্দীক মামুন

অঙ্গসজ্জা

সাবেত চৌধুরী

মুদ্রিত মূল্য

১৮০/- টাকা

Nabijir (Sm.) Tilawat

Published by : Raiyaan Prokashon

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত। লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশের প্রতিলিপিকরণ, পুনর্মুদ্রণ, ফটোকপি, স্ক্যান, পিডিএফ প্রস্তুতকরণ, অন্য কোনো বই, ম্যাগাজিন, পত্রিকায় প্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে দা'য়াহর স্বার্থে গ্রন্থের কোনো অংশ ব্যবহার করতে চাইলে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা জরুরি। উপরোক্ত শর্তাবলীর লঙ্ঘন শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ।

সূচিপত্র

অবতরণিকা.. ৯
কুরআনুল কারিমের বৈশিষ্ট্য ১২
কুরআনুল কারিম তিলাওয়াতের ফজিলত ১৪
কুরআনুল কারিম তিলাওয়াতের আদব ১৬
কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করার নিয়ত..............................২১
লেখকের কথা...২৫
রাসুলুল্লাহ ﷺ যেভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতেন ২৭
নবিজি ﷺ তিলাওয়াতের পূর্বে তাউজ পড়তেন........................... ২৮
কুরআন তিলাওয়াতের পূর্বে তাউজ পড়ার কারণ......................... ২৮
তাউজ পড়ার হুকুম...২৯
নবিজি ﷺ তাউজ পড়ার উদ্দেশ্যে যা পাঠ করতেন.........................৩০
তাউজে বর্ণিত শব্দগুলোর ব্যাখ্যা ৩০
নবিজি ﷺ তাউজ পড়ার উদ্দেশ্যে ভিন্ন দোয়াও পড়তেন ৩৩
কোন তাউজ উত্তম ৩৩
তাউজ পড়ার বিধান.. ৩৪
বৈঠকের পূর্বে কর্তব্য ৩৫
তাউজের পর বাসমালা.. ৩৫
বাসমালা পড়ার কারণ ৩৬
প্রসঙ্গ কথা.. ৩৭
বাসমালা নাজিলের পূর্বে...৩৮
বিসমিল্লাহ্ স্বতন্ত্র একটি আয়াত ৩৮
বাসমালার কয়েকটি মাসআলা...................................... ৩৯
নবিজি ﷺ সুধীরে কুরআন তিলাওয়াত করতেন........................ ৪০
নবিজি ﷺ এর তিলাওয়াত ছিল পৃথক্করণ..............................৪১
ওয়াকফ নিয়ে দু'টি কথা..৪২

বিশেষ কারণের উদাহরণ ৪৩
নবিজি ﷺ 'মাদ' করে পড়তেন ৪৪
মাদ্দে তাবায়ির পরিচয় ৪৫
একটি প্রশ্ন ও তার জবাব ৪৬
তারতিলের ব্যবহার ৪৭
তারতিলের মূল অর্থ ৪৭
নবিজি ﷺ এর দীর্ঘ তিলাওয়াত.. ৪৮
তিলাওয়াতের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে ওলামায়ে কেরামের ইখতিলাফ............. ৪৮
নবিজি ﷺ কখনও কখনও তিলাওয়াতে তারজি' করতেন................৪৯
তারজি' শব্দের অর্থ ৪৯
বিজয়ের দিনে নবিজি ﷺ এর তারজি' ৪৯
বিজয়ের মুহূর্তে তারজি' করার কারণ.. ৫০
তিলাওয়াতে নবিজি ﷺ এর তাদাব্বুর..৫১
তাদাব্বুরের অর্থ..৫১
সাহাবি ও সালাফের আমল.. ৫৩
তাদাব্বুরের তিলাওয়াত ও সাধারণ তিলাওয়াত এক নয়............ ৫৫
তাদাব্বুরের সাথে কুরআন তিলাওয়াতের পদ্ধতি........................ ৫৬
একটি আবেদন..৫৭
রাতভর নবিজি ﷺ এর তাদাব্বুর.. ৫৮
নফল নামাজে আয়াতের পুনরাবৃত্তি.. ৬০
দীর্ঘ সুরা তিলাওয়াতে নবিজি ﷺ এর রাত্রিযাপন..........................৬২
নবিজি ﷺ নামাজের বাহিরেও অনুরূপ করতেন........................... ৬৩
এ সম্পর্কে নামাজের ভেতর সাধারণ মুসলমানদের করণীয়............ ৬৪
তিলাওয়াতে নবিজি ﷺ এর কান্না ৬৫
কুরআন শ্রবণে নবিজি ﷺ এর কান্না ৬৫
রাতের নামাজে নবিজি ﷺ এর কান্না ৬৭
নামাজে কান্নার বিধান.. ৬৮
সুরেলা কণ্ঠে নবিজি ﷺ এর তিলাওয়াত ৭০
নবিজি ﷺ এর তিলাওয়াতের প্রভাব ৭১
সুরেলা কণ্ঠে তিলাওয়াতের নির্দেশ.. ৭৩
শরিয়াতের মানসা ৭৩
সুন্দর সুরে তিলাওয়াতের মানদণ্ড..৭৪
গুনগুন করে নবিজি ﷺ এর তিলাওয়াত ৭৬

হাদিসের উদ্দেশ্য ৭৬
গুনগুন করে তিলাওয়াতের অর্থ..৭৭
সুর না থাকলে করণীয়.. ৭৮
সুন্দর স্বরে তিলাওয়াতে নবিজি ﷺ এর নির্দেশ.......................৮০
সুন্দর স্বর এবং তাকওয়া...৮০
গানের সুরে তিলাওয়াতে নবিজি ﷺ এর হুঁশিয়ারি ৮২
হাদিসের ব্যাখ্যা... ৮২
কিয়ামতের নিদর্শন ৮৪
সুরেলা তিলাওয়াত শুনে নবিজি ﷺ এর শুকরিয়া আদায় ৮৫
প্রসঙ্গ কথা...৮৬
নীরবে ও সশব্দে নবিজি ﷺ এর তিলাওয়াত ৮৭
প্রসঙ্গকথা..৮৮
সতকর্তা...৮৮
সর্বাবস্থায় নবিজি ﷺ এর তিলাওয়াত ৮৯
সতকর্তা.. ৮৯
একটি মাসআলা.. ৯০
শুয়ে, বসে, হেঁটে, দাঁড়িয়ে ও আধশোয়া হয়ে নবিজি ﷺ এর
কুরআন তিলাওয়াত ৯১
বসা অবস্থায় নবিজি ﷺ এর তিলাওয়াত ৯১
আরোহনরত ও হেঁটে নবিজি ﷺ এর তিলাওয়াত..........................৯২
দাঁড়িয়ে নবিজি ﷺ এর কুরআন তিলাওয়াত.................................৯২
আধশোয়া হয়ে নবিজি ﷺ এর তিলাওয়াত ৯২
দৈনিক নির্দিষ্ট পরিমানে নবিজি ﷺ এর কুরআন তিলাওয়াত............ ৯৩
দৈনিক নির্দিষ্ট অংশ কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত...................... ৯৫
হজরত জিবরিলের সাথে নবিজি ﷺ এর কুরআনের দাওর...............৯৭
হাদিস থেকে উপলব্ধ বিষয়...৯৭
সাহাবিদের সাথে নবিজি ﷺ এর দাওর ৯৮
হজরত উবাইকে তিলাওয়াত শুনাতে বলার কারণ ৯৯
কিরাত শিক্ষায় নবিজি ﷺ এর নির্দেশ................................... ১০৩
চারজনকে নির্দিষ্ট করার কারণ ১০৫
আমরা যেভাবে কিরাত শিখব ১০৫
কিরাত শিখার ফজিলত..১০৭
অন্যদের থেকে নবিজি ﷺ এর তিলাওয়াত শোনা.........................১০৭

তিলাওয়াত শোনার উপকারিতা ১০৮
কুরআন শ্রবণ একটি নীরব ইবাদাত ১০৯
অডিও তিলাওয়াত শুনলেও প্রতিদান ১১৪
নতুন কিরাত উদ্ভবে নবিজি ﷺ এর বারণ ১১৬
কিরাতের অর্থ ১১৬
কুরআন সাত কিরাত না দশ কিরাত ১১৬
কিরাত সহিহ্ হওয়ার শর্ত ১২০
যে কোনো শুদ্ধ কিরাতে তিলাওয়াত বৈধ ১২০
নবিজি ﷺ এর তিলাওয়াতে সিজদা আদায় ১২২
সিজদার গুরুত্ব ১২২
সিজদার বিধান ১২২
কার উপর সিজদা ওয়াজিব ১২৩
কখন আদায় করবে ১২৩
কীভাবে আদায় করবে ১২৩
নামাজের ভেতর সিজদায়ে তিলাওয়াত ১২৪
একটি জরুরি মাসআলা ১২৫
একটি ভুল আমল ১২৫
তিলাওয়াতে সিজদায় নবিজি ﷺ যা পড়তেন ১২৫

অবতরণিকা

আলহামদু লিওয়ালিইয়িহি ওয়াস সালাতু আলা নাবিইয়িহি, আম্মা বা'দ....

ছোট ভাই সাহাল। উদীয়মান লেখক। এবার ইফতা পড়ছে। ক'দিন আগে বাসায় এসেছে। খুনসুটি করছে তার একমাত্র ভাতিজীর সাথে। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, 'বইটির নাম কী হতে পারে বল তো?'

'কোন বইয়ের কথা বলছ?'

'সিফাতু তিলাওয়াতুন নাবি ﷺ

'নবিজি ﷺ এর তিলাওয়াতের পদ্ধতি নিয়েও স্বতন্ত্র বই?

'হ্যাঁ, অবাক হচ্ছিস মনে হচ্ছে?'

'না, ঠিক তা না...'

'নবিজির একচিলতে হাসি, নবিজির রামাদান, নবিজির ফাতাওয়া, নবিজির কান্না, নবিজির সজ্জা ইত্যাদি নিয়ে যদি বই হতে পারে, তাহলে মানবজাতির গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত কুরআন তিলাওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে নবিজির স্বতন্ত্র বই থাকবে না কেন?'

'হ্যাঁ, তাই তো। আসলে কুরআন থেকে আমরা অনেক দূরে বলেই আমাদের অবাক হতে হয়। আল্লাহ মাফ করুন!'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। কিন্তু মূল কথাটাই তো বললি না? বইটির নাম কী হতে পারে?'

'তিলাওয়াতুন নাবি ﷺ বা নবিজি ﷺ এর তিলাওয়াত' রাখতে পারো'।

ওর অভিমত মনে ধরল। বইটির নামকরণ করা হলো 'নবিজি ﷺ এর তিলাওয়াত'।

বইটি যখন প্রথম চোখে পড়ে, তখন ভেবে নেই, বইটির ভেতরে তেমন কিছু থাকবে না। কিন্তু পড়তে গিয়ে অবাক হই। প্রতিটি আলোচনায় নতুন কিছুর সন্ধান পাই। পড়ে অভিভূত হই। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি এই ভেবে যে, মহান রব এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের সাথে আমার সাক্ষাত ঘটিয়েছেন।

বইটির লেখক গুণীজন। ক'দিন আগেই তার একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। অনূদিত বইটির নাম 'নবিজি ﷺ এর রামাদান'। সেখানে লেখক সম্পর্কে সাধারণ ধারণা দিয়েছিলাম। মূলত তিনি হানবলি মাজহাবের একজন মুকাল্লিদ। আরবের বরেণ্য আলেম। তার কিতাবের বৈশিষ্ট্য হলো, আলোচিত প্রতিটি বিষয় গোলাব পাঁপড়ির মতো সাজানো থাকবে। পুরো গ্রন্থে থাকবে কেবল সহি আর হাসান হাদিসের মিশেল; মাওজু, জয়িফ ও জাল হাদিস থেকে মুক্ত থাকবে। আলোচনার কোথাও কোনো অত্যুক্তি থাকবে না। এ বইটিও তার ব্যতিক্রম নয়। বইটিতে আলোচ্য বিষয় সংশ্লিষ্ট কুরআনের আয়াত আর হাদিস ছাড়া অন্য কিছু নেই। অবশ্য কোনো কোনো বক্তব্যে সালাফদের এক দু'টি বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। ব্যস, এতটুকুই; অতিরিক্ত কোনো আলোচনা নেই। তার এই ভাবধারা প্রশংসনীয়। তবে তা কেবল আরবি ভাষাভাষীদের জন্যই পূর্ণ উপযোগী। কিন্তু অনারবদের জন্য অনুধাবন করা কিছুটা কষ্টসাধ্যই বটে। তাই অধম আল্লাহর ফজলে দু'কলম লিখেছি। জটিল বক্তব্য সরল করার প্রয়াস পেয়েছি। বোধগম্য করার চেষ্টা করেছি হাদিসের মর্মবাণী। উল্লেখ করেছি গুটি কয়েক মাসআলার সমাধান।

বক্ষমান গ্রন্থে উঠে এসেছে প্রিয় নবি ﷺ এর কুরআনিক দিনযাপন। তাঁর তিলাওয়াতের অনন্য ধরন। সফরে-হজরে, রাত্রদিনে, সকালে-বিকেলে, নামাজে-বাহিরে এবং সর্ব হালতে তাঁর কুরআন তিলাওয়াতের গল্প। যা আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়কে আন্দোলিত করবে, ইবাদাতে আগ্রহী করে তুলবে, আমলে স্পৃহা বাড়াবে এবং আরও একবার আমাদেরকে রাসুল প্রেমে আবদ্ধ করবে। সর্বোপরি আমাদেরকে বেঁধে রাখবে স্বর্গীয় বন্ধনে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর কুরআনিক দিনযাপন সম্বন্ধে জানার পূর্বে কুরআন সম্পর্কে কিছু বিষয় জেনে নেওয়া অবশ্য কর্তব্য জ্ঞান করছি। যা আমাদের নিত্য দিনের পাথেয় হবে ইন শা আল্লাহ...

অতীত যুগের সকল আসমানি গ্রন্থই ছিল নির্দিষ্ট কোনো জাতি বা ভৌগোলিক সীমারেখা বেষ্টিত জনগোষ্ঠীর জন্য এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হিদায়াতের উৎস। কিন্তু কুরআন মাজিদ কোনো নির্দিষ্ট জাতি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, দেশ বা কালকে কেন্দ্র করে নাজিল হয়নি; বরং তা সর্বকালের সমগ্র বিশ্বমানবতার জন্য হিদায়াতের বাণী নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। এ কিতাব চিরন্তন ও বিশ্বজনীন গ্রন্থ। এজন্য প্রতিটি মানুষের জীবনে কুরআনুল কারিমের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশুদ্ধ আকিদা, একনিষ্ঠ ইবাদাত ও উত্তম আখলাকের উৎস এ কুরআন, এটিই মানুষের জীবন বিধান। এতে রয়েছে আদর্শ সমাজ, সুশৃঙ্খল জাতি ও শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের যথোপযুক্ত প্রয়োজনীয় উপাদান।

মুসলমানরা যদি কুরআনুল কারিমের গুরুত্ব বুঝে তার প্রতি ইমান নবায়ন করে, তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলে ও তাকে আঁকড়ে ধরে, তাহলে তারা ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় জীবনে, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে, সামরিক ও বেসমারিক শক্তিতে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও আদর্শ সমাজ গঠনে বিশ্বের অন্যসব জাতি থেকে অনেক দ্রুত এগিয়ে যাবে এবং সর্বস্তরে সফলতা তাদের পদচুম্বন করবেই করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

“জনপদবাসী যদি ইমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের উপর আসমান ও জমিনের বরকত খুলে দিতাম, কিন্তু তারা মিথ্যারোপ করেছে, ফলে আমি তাদের পাকড়াও করেছি তাদের কৃতকর্মের বদলাতে।”[১]

নবিজি ﷺ ও তাঁর সাহাবিদের মতো বর্তমান মুসলমানরাও যদি কুরআনের তিলাওয়াত ও তার রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে কুরআনকে আঁকড়ে ধরে, কুরআন বুঝে ও তার উপর আমল করে, তাহলে তাদের হারানো গৌরব, বিস্মৃত সম্মান ও আকাশচুম্বী সফলতা ফিরে আসবে অবশ্যই। রাসুলুল্লাহ ﷺ কত সত্য বলেছেন,

“নিশ্চয় আল্লাহ এই গ্রন্থ দ্বারা এক জনগোষ্ঠীর উত্থান ঘটান এবং অপর জনগোষ্ঠীর পতন ঘটান।”[২]

[১] সুরা আরাফ, আয়াত: ৯৬।

[২] মুসলিম, হাদিস: ৮১৭।

কুরআনুল কারিমের বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ তাআলা এই কুরআনকে বিভিন্ন বিশেষণ দ্বারা গুণান্বিত করেছেন, যা তার মর্যাদা-মহত্ত্ব ও গুরুত্বকে প্রকাশ করে। যে কারণে এই কুরআন মহান আল্লাহ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযার দাবিদার। প্রথমে সেই বৈশিষ্ট্যসমূহ নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছি—

এক. কুরআনুল কারিমকে আল্লাহ তাআলা 'রূহ' বলেছেন, যা ব্যতীত মানুষ মৃত ও নিশ্চল। তিনি বলেন,

"অনুরূপভাবে আমি তোমার কাছে আমার নির্দেশ থেকে 'রূহ'কে ওহি যোগে প্রেরণ করেছি; তুমি জানতে না কিতাব কী এবং ইমান কী"।[৩]

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, কুরআনহীন মুসলিম জাতি রূহ বিহীন মানুষের ন্যায় মৃত ও মূল্যহীন।

দুই. কুরআনুল কারিমকে আল্লাহ তাআলা 'নুর' বলেছেন, যা ব্যতীত মানবজাতি অন্ধকারে নিমজ্জিত। ইরশাদ হয়েছে,

"অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নুর ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে, তার মাধ্যমে আল্লাহ ওই ব্যক্তিদেরকে শান্তির পথ দেখান, যারা তার সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তিনি তাদেরকে স্বীয় নির্দেশ দ্বারা অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করেন"।[৪]

তিন. কুরআনুল কারিমকে আল্লাহ তাআলা পথপ্রদর্শক বলেছেন, যা ব্যতীত মানবজাতি সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত। ইরশাদ করেছেন,

"নিশ্চয় এ কুরআন এমন একটি পথ দেখায় যা সবচে' সরল। আর তা মুমিনদের সুসংবাদ দেয়"।[৫]

বুঝা যাচ্ছে, যে জাতি কুরআনুল কারিমকে আঁকড়ে ধরবে সে জাতি সরল পথে তথা জান্নাতের পথে পরিচালিত হবে। অন্যথায় সে জাতি হবে সরল পথ থেকে বিচ্যুত, দিকভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট।

---

[৩] সুরা শুরা, আয়াত: ৫২।

[৪] সুরা মায়িদা, আয়াত: ১৫-১৬।

[৫] সুরা ইসরা, আয়াত: ৯।

চার. কুরআনুল কারিমকে আল্লাহ তাআলা প্রতিষেধক বলেছেন, যা ব্যতীত মানবজাতি রোগগ্রস্ত। তিনি বলেন,

"আপনি বলে দিন, এটি মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও প্রতিষেধক"।[৬]

সুতরাং স্পষ্টতই যে, কুরআন ত্যাগকারী জাতি রোগগ্রস্ত, তারা উন্নতির পথে ও সুস্থ জাতির জন্য বোঝা স্বরূপ।

পাঁচ. কুরআনুল কারিমকে আল্লাহ তাআলা চিরসত্য বলেছেন, যা ব্যতীত মানবজাতি মিথ্যার আবর্তে নিমজ্জিত। তিনি বলেন,

"আর আমি তা সত্যসহ নাজিল করেছি এবং তা সত্যসহ নাজিল হয়েছে"।[৭]

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

"আর নিশ্চয় এটি এক মহা সম্মানিত গ্রন্থ, তাতে বাতিল প্রবেশ করতে পারে না, না সামনে থেকে, না পিছন থেকে। প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিতের পক্ষ থেকে নাজিলকৃত"।[৮]

অতএব কুরআনুল কারিমের ধারক-বাহক রূহের অধিকারী তাই তিনি জীবিত, আলোর অধিকারী তাই তিনি আলোকিত, পথপ্রদর্শকের অধিকারী তাই তিনি সুপথপ্রাপ্ত, প্রতিষেধকের অধিকারী তাই তিনি সুস্থ, চিরসত্যের অধিকারী তাই তিনি মিথ্যা থেকে মুক্ত।

---

[৬] সুরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৪৪।

[৭] সুরা ইসরা, আয়াত: ১০৫।

[৮] সুরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৪১-৪২।

কুরআনুল কারিম তিলাওয়াতের ফজিলত

এক. আবু উমামাহ বাহেলি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বলেছেন,

"তোমরা কুরআন পাঠ কর, কারণ কিয়ামতের দিন কুরআন তার পাঠকের জন্য সুপারিশকারী হিসেবে আগমন করবে"।[৯]

দুই. আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বলেছেন,

"কুরআনুল কারিমে পারদর্শী ব্যক্তি পুন্যবাণ সম্মানিত ফেরেশতাদের সঙ্গী। আর যে কুরআন পাঠ করতে গিয়ে তোতলায়, এমতাবস্থায় যে কুরআন পড়তে তার কষ্ট হয়, তাহলে তার জন্য রয়েছে দু'টি সওয়াব"।[১০]

তিন. আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বলেছেন,

"কুরআন পাঠকারী মুমিনের উদাহরণ হচ্ছে উতরুজ্জার উদাহরণ; যার ঘ্রাণ উত্তম এবং তার স্বাদও উত্তম। আর যে মুমিন কুরআন পড়ে না তার উদাহরণ হচ্ছে খেজুরের উদাহরণ; যার কোনো ঘ্রাণ নেই, তবে তার স্বাদ সুমিষ্ট। আর কুরআন পাঠকারী মুনাফিকের উদাহরণ হচ্ছে রায়হানের উদাহরণ; যার ঘ্রাণ উত্তম, তবে তার স্বাদ তেতো। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে না তার উদাহরণ হচ্ছে মাকাল ফলের উদাহরণ; যার ঘ্রাণও নেই, আর তার স্বাদও তেতো"।[১১]

চার. আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বলেছেন,

"কোনো কওম যখন কুরআন তিলাওয়াত ও পরস্পরের মাঝে তার পর্যালোচনার জন্য আল্লাহর ঘরসমূহের কোনো একটি ঘরে একত্রিত হয়, তখন তাদের উপর সাকিনা নাজিল হয়, তাদেরকে রহমত ঢেকে নেয়, ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর সামনে থাকা সৃষ্টিদের কাছে একত্রিত লোকদের নিয়ে আলোচনা করেন"।[১২]

---

[৯] মুসলিম, হাদিস: ৮০৪।

[১০] বুখারি, হাদিস: ৪৯৩৭। মুসলিম, হাদিস: ৭৯৮।

[১১] বুখারি, হাদিস: ৫৪২৭। মুসলিম, হাদিস: ৭৯৭।

[১২] মুসলিম, হাদিস: ২৬৯৯। আত তিবইয়ান ১২৮।

পাঁচ. কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করার ফলে সাওয়াব বর্ধিত হয় ও গুনাহ্ মাফ হয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

“নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত করে, নামাজ আদায় করে এবং আমি যে রিজিক তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তারা গোপনে ও প্রকাশ্যে সদকা করে, তারা এমন এক ব্যবসার প্রত্যাশা করছে, যা কখনো ধ্বংস হবে না, আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দান করবেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে বাড়িয়ে দিবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী”।[১৩]

[১৩] সুরা ফাতির, আয়াত: ২৯-৩০।

কুরআনুল কারিম তিলাওয়াতের আদব

কুরআনুল কারিম রাজাধিরাজ মহান আল্লাহ তাআলার পবিত্র কালাম। সুতরাং আল্লাহ তাআলা যতটা মহান তার কালামও ঠিক ততটাই মহান। সেই কালাম তিলাওয়াত করার সময় যদি তার মহত্ত্ব-মর্যাদা ও আদব-শিষ্টাচার রক্ষা করা হয়, তাহলে তিলাওয়াত হবে বরকতময়, ফলপ্রসূ, প্রশান্তিদায়ক ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জিম্মাদার। এজন্য এখানে তিলাওয়াতের কতিপয় আদব উল্লেখ করছি—

এক. বিশুদ্ধ নিয়তে তিলাওয়াত করা: একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা। কারণ, যে তিলাওয়াত দ্বারা তাঁর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হয় না, সে তিলাওয়াত তিনি গ্রহণ করেন না। তিনি বলেন,

"আর তাদেরেকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদাত করে তারই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে"।[১৪]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কোনো আমল কবুল করেন না, তবে তা ব্যতীত যা শুধু তাঁর জন্য করা হয় এবং যার মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য হয়"।[১৫]

এজন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি, তিলাওয়াতের সওয়াব ও কুরআনুল কারিমকে আঁকড়ে ধরার নিয়তে একনিষ্ঠতার সাথে তিলাওয়াত করা এবং সুনাম-সুখ্যাতিকে প্রশ্রয় না দেওয়া।

দুই. তিলাওয়াতের শুরুতে ওজু ও মিসওয়াক করা: পবিত্র অবস্থায় কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা একটি বিশেষ আদব। আল্লাহ তাআলা বলেন,

''পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ কুরআনকে স্পর্শ করতে পারবে না''।[১৬]

নবিজি ﷺ বলেছেন,

"পবিত্র সত্তা ব্যতীত কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না"।[১৭]

---

[১৪] সুরা বাইয়িনাহ, আয়াত: ৫।

[১৫] নাসায়ি, হাদিস: ৩১৪০।

[১৬] সুরা ওয়াকিয়া, আয়াত: ৭৯।

[১৭] সহিহ আল জামে', হাদিস: ৭৭৮০।

মিসওয়াক করা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নাহ। তাই মিসওয়াক দ্বারা মুখের দুর্গন্ধ দূর করে পবিত্র অবস্থায় তিলাওয়াত করা উত্তম। নবিজি ﷺ বলেন,

'মিসওয়াক হচ্ছে মুখের পবিত্রতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মোক্ষম পথ'।[১৮]

অন্যত্র বলেন,

'তোমাদের মুখ হলো কুরআনের প্রবেশপথ। অতএব তোমরা মিসওয়াক করে তা পবিত্র করো'।[১৯]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

'আমাদেরকে মিসওয়াক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই বান্দা যখন নামাজে দাঁড়ায়, তখন একজন ফেরেশতা এসে তার পিছনে দাঁড়িয়ে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে থাকেন এবং নিকটবর্তী হন। এভাবেই তিনি শুনতে থাকেন এবং নিকটবর্তী হতে থাকেন। এমনকি তিনি তাঁর মুখ মুসুল্লির মুখের উপর রাখেন। অতঃপর যখনই সে কোনো আয়াত তিলাওয়াত করে তখনই তা ফেরেশতার পেটে চলে যায়'।[২০]

তিন. তারতিলসহ তিলাওয়াত করা: তারতিলসহ বা তাজবিদ অনুসরণ করে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

"আর কুরআনকে তারতিলসহ তিলাওয়াত কর"।[২১]

অপর আয়াতে ইরশাদ করেন,

"আর আমি কুরআনকে নাজিল করেছি অল্প অল্প করে, যেন তুমি তা মানুষের কাছে পাঠ করতে পার ধীরে ধীরে"।[২২]

---

[১৮] ইবনু হিব্বান, হাদিস: ১০৬৭।

[১৯] ইবনু মাজাহ, হাদিস: ২৩৯।

[২০] আস সিলসিলাতুস সাহিহা, হাদিস: ১২১৩।

[২১] সুরা মুজ্জাম্মিল, আয়াত: ৪।

[২২] সুরা ইসরা, আয়াত: ১০৬।

চার. তিলাওয়াত করার সময় ক্রন্দন অবস্থার সৃষ্টি করা: আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

“যখন তাদের কাছে পরম করুণাময়ের আয়াতসমূহ পাঠ করা হত, তখন তারা কাঁদতে কাঁদতে সিজদায় লুটিয়ে পড়ত”।[২৩]

অপর আয়াতে ইরশাদ করেন,

“আপনি বলে দিন, তোমরা এতে ইমান আনো অথবা না আনো, নিশ্চয় তার পূর্বে যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের কাছে যখন তা তিলাওয়াত করা হতো, তখন তারা সিজদাবনত হয়ে লুটিয়ে পড়ত আর বলত, পুতঃপবিত্র মহান আমাদের রব! আমাদের রবের ওয়াদা অবশ্যই কার্যকর হয়ে থাকে। তারা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ত। আর এই (ক্রন্দন) তাদের বিনয় বৃদ্ধি করত”।[২৪]

অপর আয়াতে নেককার বান্দার প্রশংসা করে তিনি বলেন,

“আর রাসুলের প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে যখন তারা তা শুনবে, তখন তুমি দেখবে তাদের চক্ষু অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছে, কারণ তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে”।[২৫]

এজন্য তিলাওয়াত শুধু মুখে সীমাবদ্ধ না রেখে অন্তরকে তার সাথে শামিল করা এবং তার মাধ্যমে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হওয়া।

পাঁচ. তিলাওয়াত করার সময় দোয়া করা: রহমত, নিয়ামত ও জান্নাতের আলোচনার সময় আল্লাহর কাছে সেগুলোর প্রার্থনা করা এবং শাস্তি, গোস্বা ও জাহান্নামের আলোচনার সময় আল্লাহর কাছে এসব বস্তু থেকে আশ্রয় চাওয়া। হুজায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

“নবিজি ﷺ একবার নামাজ আদায় করলেন, যখন তিনি রহমতের আয়াত অতিক্রম করলেন তখন প্রার্থনা করলেন, যখন তিনি শাস্তির আয়াত অতিক্রম করলেন তখন তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করলেন এবং যখন তিনি এমন কোনো আয়াত অতিক্রম করলেন যেখানে আল্লাহর পবিত্রতা রয়েছে, তখন তিনি পবিত্রতা ঘোষণা করলেন”।[২৬]

---

[২৩] সুরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৮।

[২৪] সুরা ইসরা, আয়াত: ১০৭-১০৯।

[২৫] সুরা মায়িদা, আয়াত: ৮৩।

[২৬] মুসলিম, হাদিস: ৭৭২।

ছয়. তিলাওয়াত করার সময় কৃত্রিমতা ত্যাগ করা: তিলাওয়াতের সময় ভ্রু কুঁচকানো, কপাল ভাজ করা, মুখ আঁকা-বাঁকা করা, বড়-বড় হা করা ও কঠিনভাবে হরফ উচ্চারণ করা দোষণীয়।

সাত. নিয়মিত তিলাওয়াত করা: কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করার একটি আদব হচ্ছে অল্প হলেও নিয়মিত ও ধারাবাহিকভাবে তিলাওয়াত করা। নবিজি ﷺ বলেছেন,

"আর নিশ্চয় আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল হচ্ছে যা নিয়মিত হয়, যদিও তা অল্প হয়"।[২৭]

অতএব মধ্যপন্থা বজায় রেখে কুরআনুল কারিম নিয়মিত তিলাওয়াত করা এক বিশেষ আদব। আল্লাহ তাআলা বলেন,

"আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি"।[২৮]

আমরা মধ্যপন্থী উম্মত, তাই আমাদের তিলাওয়াত হবে মধ্যপন্থী। প্রথম দিন বেশি তিলাওয়াত করে পরের দিন তিলাওয়াত না করা মধ্যপন্থার বিপরীত।

আট. বিরক্তিসহ তিলাওয়াত না করা: আগ্রহ নিয়ে তিলাওয়াত আরম্ভ করা এবং বিরক্তি সৃষ্টির আগে তিলাওয়াত বন্ধ করা। জুনদুব ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বলেছেন,

"তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর যতক্ষণ তার প্রতি তোমাদের অন্তরের আগ্রহ থাকে, যখন তাতে অনাগ্রহের সৃষ্টি হয় তখন তোমরা উঠে পড়"।[২৯]

নয়. আয়াত অনুধাবনের চেষ্টা করা : তেলাওয়াতকৃত আয়াতের অর্থ ও মর্ম অনুধাবনের চেষ্টা করা। কেননা এসব আল্লাহর নির্দেশ। যার অর্থ বুঝে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করা জরুরি। আর তেলাওয়াকারীকে চিন্তা করতে হবে যে, আল্লাহ এ কুরআনে বান্দাকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন বিষয়ে আদেশ-নিষেধ করেছেন। সেজন্য আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে যথাযথভাবে বুঝে তা প্রতিপালন করা আবশ্যক। আর আদেশ-নিষেধ অনুধাবন করা কুরআন তেলাওয়াতের অন্যতম উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

[২৭] বুখারি, হাদিস: ৪৩। মুসলিম, হাদিস: ৭৮৫। আবু দাউদ, হাদিস: ১৩৬৮।

[২৮] সুরা বাকারা, আয়াত: ১৪৩।

[২৯] ইবনু হিব্বান, হাদিস: ৭৫৯।

‘এটি এক বরকতময় কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি নাজিল করেছি। যাতে লোকেরা এর আয়াত সমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে’।[৩০]

১০. তিন দিনের কমে কুরআনুল কারিম খতম না করা: রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

“তিন দিনের কম সময়ে যে কুরআন খতম করল সে কুরআন বুঝল না”।[৩১]

একদা আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নবিজি ﷺ বললেন,

'প্রত্যেক মাসে এক খতম কর'।
ইবনু আমর বললেন,
'আমি অধিক সামর্থ্য রাখি'।
নবিজি ﷺ কমাতে থাকলেন; অবশেষে বললেন, 'তিন দিনে খতম কর'।[৩২]
অপর হাদিসে এসেছে,

“সাত দিনে খতম কর, তার অতিরিক্ত কর না”।[৩৩] অর্থাৎ সাত দিনের কম সময়ে কুরআন খতম কর না।

---

[৩০] সুরা ছোয়াদ, আয়াত: ২৯।

[৩১] আল আজকার, ১৩৯।

[৩২] তাখরিজুল মুসনাদ, শাকের ১১/৪০।

[৩৩] বুখারি, হাদিস: ১৯৭৮। মুসলিম, হাদিস: ১১৫৯।

কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করার নিয়ত

কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করার জন্য কোনো নিয়তের প্রয়োজন নেই, তবে নির্দিষ্ট নিয়ত থাকা ভালো। কারণ, নিয়তসহ কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা কুরআন নিয়ে চিন্তা করা ও কুরআনের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হওয়ার শামিল, যার প্রতি শরিয়াতের নির্দেশ রয়েছে। আওফ ইবনু মালিক আশজায়ি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

"আমি নবিজি ﷺ এর সাথে এক রাতে নামাজে দাঁড়ালাম। নবিজি ﷺ দাঁড়িয়ে সুরা বাকারা পড়লেন। খেয়াল করে দেখলাম, তিলাওয়াতে রহমতের কোনো আয়াত অতিক্রম করার সময় আবশ্যকীয়ভাবে তিনি বিরতি নিচ্ছেন এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছেন। শাস্তির কোনো আয়াত অতিক্রম করার সময়-ও আবশ্যকীয়ভাবে বিরতি নিচ্ছেন এবং আশ্রয় প্রার্থনা করছেন"।[৩৪]

এ হাদিস বলে, তিলাওয়াতের সময় কুরআনুল কারিমের অর্থ ও বিষয়বস্তুতে চিন্তা করা, তার রঙে রঙিন হওয়া, দোয়ার জায়গায় দোয়া করা ও শাস্তির জায়গায় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা নবিজি ﷺ এর সুন্নাহ, তার উপর আমল করার জন্য অবশ্যই নিয়তসহ তিলাওয়াত করা জরুরি। বিশেষ কোনো নিয়তসহ যখন তিলাওয়াত করা হয়, তখন প্রতি আয়াত পড়ার সময় তার দিকে হৃদয় ধাবিত হয় এবং তাতে কিছু সময় চিন্তা করার জন্য হৃদয় প্রস্তুত থাকে। তাই নিম্নে তিলাওয়াত করার কতিপয় নিয়ত উল্লেখ করছি—

এক. হিদায়াত ও ইলম হাসিল করার নিয়তে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> ''রামাদান মাস; যাতে নাজিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদোয়াত এবং সত্য পথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী''।[৩৫]

দুই. আমল করার নিয়তে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

[৩৪] আল মাজমু', ৩/৪১৩

[৩৫] সুরা বাকারা, আয়াত: ১৮৫।

“তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাজিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবককে অনুসরণ করো না”।[৩৬]

চার. ইমান বৃদ্ধির নিয়তে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

“আর যখনই কোনো সুরা নাজিল করা হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, ‘এটি তোমাদের মধ্য হতে কার ইমান বৃদ্ধি করল? অতএব যারা মুমিন, নিশ্চয়ই তা তাদের ইমান বৃদ্ধি করেছে”।[৩৭]

চার. আল্লাহ তাআলাকে শুনানোর নিয়তে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা। হাদিস শরিফে এসেছে,

“আল্লাহ কোনো বস্তু এভাবে শ্রবণ করেননি, যেভাবে কুরআনের ক্ষেত্রে সুন্দর আওয়াজ সম্পন্ন নবির তিলাওয়াত শ্রবণ করেছেন, যিনি উচ্চ স্বরে কুরআন মাজিদ পড়েন”।

পাঁচ. শরীর ও আত্মার রোগ থেকে মুক্তি এবং ঝাড়-ফুঁক করার নিয়তে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

“হে মানুষ, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে উপদেশ এবং অন্তরের রোগের নিরাময়, আর মুমিনদের জন্য রয়েছে হিদায়াত ও রহমত”।[৩৮]

ছয়. কিয়ামতের দিন সুউচ্চ মর্যাদা অর্জনের নিয়তে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

“নিশ্চয় তারা (সুউচ্চ মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে) সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত এবং আমাকে আশা ও ভীতিসহ ডাকত। আর আমার কাছে তারা ছিল বিনীত”।[৩৯]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

‘কেয়ামতের দিন কুরআন অধ্যয়নকারীকে বলা হবে কুরআন পড় এবং উপরে উঠতে থাকো। যেভাবে দুনিয়াতে তারতিলের সঙ্গে কুরআন পড়তে সেভাবে পড়।

[৩৬] সুরা আরাফ, আয়াত: ৩।

[৩৭] সুরা তাওবা, আয়াত: ১২৪।

[৩৮] সুরা ইউনুস, আয়াত: ৫৭।

[৩৯] সুরা আম্বিয়া, আয়াত: ৯০।

যেখানে তোমার আয়াত পাঠ করা শেষ হবে, জান্নাতের সেই সুউচ্চ স্থানই হবে তোমার বাসস্থান।'[৪০]

সাত. সাওয়াব অর্জনের নিয়তে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"তোমাদের কে এটা পছন্দ করে যে, প্রতিদিন সে বুতহান অথবা আকিক বাজারে যাবে এবং কোনো অপরাধ সংঘটন ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ছাড়া সেখান থেকে উঁচু কুজ বিশিষ্ট দু'টি উট নিয়ে আসবে?'

সাহাবিরা বললেন,

'হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের প্রত্যেকেই তা পছন্দ করবে'।

নবিজি ﷺ বললেন,

'তাহলে কেন তোমাদের কেউ মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কিতাব থেকে দু'টি আয়াত শিখে না, অথবা তিলাওয়াত করে না, যা তার জন্য দু'টি উট থেকে উত্তম, তিনটি আয়াত তিনটি উট থেকে উত্তম, চারটি আয়াত চারটি উট থেকে উত্তম, অনুরূপ আয়াতের সংখ্যা উটের সংখ্যা থেকে উত্তম"।[৪১]

আট. কিয়ামতের দিন কুরআনুল কারিমের সুপারিশ অর্জনের নিয়তে তিলাওয়াত করা। নবজি ﷺ বলেন,

"তোমরা কুরআন পড়, কারণ কিয়ামতের দিন কুরআন তার পাঠকের জন্য সুপারিশকারী হবে। তোমরা দু'টি উজ্জ্বল বস্তু শিখ; সুরা বাকারা ও সুরা আলে-ইমরান। কারণ, কিয়ামতের দিন সুরা দু'টি আসবে, যেন তারা দু'টি মেঘ অথবা যেন তারা দু'টি ছায়া অথবা যেন তারা সারিবদ্ধ পাখিদের দু'টি ডানা, উভয়ে তাদের পাঠকের জন্য সুপারিশ করবে। তোমরা সুরা বাকারা পড়। কারণ, তা শিক্ষা করা বরকত ও ত্যাগ করা অনুশোচনা। আর কোনো যাদুকর তা শিখতে সক্ষম নয়"।[৪২]

---

[৪০] তিরমিজি।

[৪১] মুসলিম, হাদিস: ৮০৩।

[৪২] মুসলিম, হাদিস: ৮০৪-৮০৫। আবু দাউদ, হাদিস: ৪৭৯৯। তিরমিজি, হাদিস: ২০০৩।

নয়. আল্লাহর রহমত অর্জনের নিয়তে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

“এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ। আর তা হিদায়াত ও রহমত ওই কওমের জন্য যারা ইমান আনে”।[৪৩]

দশ. কুরআনুল কারিম শ্রবণ করার সময় আল্লাহর রহমত লাভ করার নিয়ত করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

“আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তা মনোযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাক, যাতে তোমরা রহমত লাভ কর”।[৪৪]

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কবুল করুন। বইটিকে অনুসৃত বানান। ভুলগুলোকে ক্ষমা করুন এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ এর কুরআন তিলাওয়াতের অনন্য পদ্ধতিতে আমাদেরকেও তিলাওয়াত করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

সালিম আব্দুল্লাহ
নাগেশ্বরী, কুরিগ্রাম
salimabdullah৯৯২@gmail.com

[৪৩] সুরা আরাফ, আয়াত: ২০৩।

[৪৪] সুরা আরাফ, আয়াত: ২০৪।

লেখকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার; যিনি তাঁর প্রিয় বান্দার উপর ধাপে ধাপে কুরআন নাজিল করেছেন। তাঁর নির্বাচিত প্রিয় রাসুলের কাছে ওহি পাঠিয়ে বলেছেন— 'কুরআন পড়, সুবিন্যস্তভাবে পরিষ্কার ভাষায়'। দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক জান্নাতের দিশারী নবি মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর। যিনি প্রেরিত হয়েছেন মানবতার মুক্তির দূত, সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী রূপে।

পরকথা— আপনাদের সামনে উপস্থাপিত গ্রন্থটির পুরো নাম 'সিফাতু তিলাওয়াতিন নাবি ﷺ'। অর্থাৎ নববি তিলাওয়াতের অনন্য পদ্ধতি। যার মহত্ত্ব, গুরুত্ব, তাৎপর্য, উপকারিতা, আবশ্যকতা ও কার্যকারিতা যারপরনাই অধিক। কারণ গ্রন্থটি একজন সাধারণ পাঠককেও নবিজি ﷺ এর অভিনব তিলাওয়াতের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে। তাকে প্রদর্শিত করবে নববি তিলাওয়াতের এক অনুপম পদ্ধতি। নবিজি ﷺ যা শিখেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছ থেকে। মাধ্যম ছিলেন হজরত জিবরিল আমিন আলাইহিস সালাম।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে— আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ যত ইবাদাত করা হয়, তন্মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত অন্যতম। কারণ, কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে যে কোনো বান্দা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নৈকট্য অর্জন করতে পারে। আর একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রতিটি ইবাদাতের প্রথম ভিত্তিই হলো একনিষ্ঠতা বা ইখলাস এবং দ্বিতীয় ভিত্তি হলো সুন্নাহ বা নববি আদর্শ। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

[ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا]

'(তিনি ওই মহান সত্তা) যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু এবং জীবনকে। যাতে তোমাদের পরীক্ষা নেন— কাজে-কর্মে কে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মুহসিন'।[৪৫]

ইমাম নাসাফি আয়াতের শেষাংশকে দুইভাগে বিভক্ত করে বলেন, 'কে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মুহসিন'[৪৬] এর ব্যাখ্যা হলো—

---

[৪৫] সুরা মুলক, আয়াত: ২।

[৪৬] 'মুহসিন' এমন ব্যক্তিকে বলে, যে 'ইহসান' করে। আর ইহসানের ব্যাখ্যা আমরা হাদিস থেকেই জানতে পারি। হজরত জিবরিল আমিন আলাইহিস সালাম একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

এক. সর্বাপেক্ষা কে বেশি একনিষ্ঠ। একনিষ্ঠতার অর্থ হলো, প্রতিটি কাজ কেবল আল্লাহর জন্যই করা।

দুই. সর্বাপেক্ষা কে অধিক সঠিক। অধিক সঠিকের অর্থ হলো, প্রতিটি কাজ নববি আদর্শে হওয়া।

তাই আবশ্যিকভাবে কুরআন তিলাওয়াতকারীর জন্য এমন একটি পথনির্দেশক থাকা দরকার, যা তাকে সঠিক পথের দিশা দেবে এবং এমন একটি দীপাধার থাকা বাঞ্ছনীয়, যা তাকে নবিজি ﷺ এর তিলাওয়াতের পদ্ধতি বাতলে দেবে। যাতে তার এই ইবাদাত শুদ্ধ হয় এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে কবুল হয়।

বলাবাহুল্য যে, আমরা এমন এক যুগে দিনাতিপাত করছি, যে যুগে কারি ও তিলাওয়াতকারীদের মাঝেও বিদআত ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে প্রবৃত্তির চাহিদাই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, প্রাধান্য পাচ্ছে বাতিল আকাঙ্ক্ষা, প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাচ্ছে লোভ-লালসা ও লৌকিকতা। এমনই সময় এই মূল্যবান পুস্তকটি নিরাময়কারী এবং আলোকিত একটি প্রদীপ হবে বলেই আশা করি। যা মানুষকে তার প্রবৃত্তির কড়াল গ্রাস থেকে রক্ষা করে তাকে সঠিক পথের দিশা দেবে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তাই যেন হয়। তিনি যেন এই গ্রন্থকে সকল মুসলমানের জন্য নিরাময়কারী, যথেষ্ট এবং উপকারী বানান। ওয়াল্লাহুল মুওয়াফফিকু ওয়াল মুয়িন। আমিন।

ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলের, 'ইহসান কী?' নবিজি বললেন, 'এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করো, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। তুমি যদি তাঁকে নাও দেখতে পারো, অন্তত এটা অন্তরে বসিয়ে নাও যে, তিনি তোমাকে দেখছেন'। (মুসলিম, কিতাবুল ইমান, বাবু মারিফাতিল ইমান, হাদিস: ১।

রাসুলুল্লাহ ﷺ যেভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতেন

নবিজি ﷺ তিলাওয়াতের পূর্বে তাউজ[৪৭] পড়তেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ কুরআন তিলাওয়াত করতে চাইলে শুরুতেই আল্লাহ তাআলার কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। মূলত এই আমল তিনি আল্লাহর কথার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত হওয়ার লক্ষ্যেই করতেন। কারণ, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 'যখন কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে।'[৪৮]

আমলের অন্যতম একটি শাখা হলো কুরআন তিলাওয়াত করা। তাই কুরআন তিলাওয়াতের পূর্বে করণীয় সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবিব ﷺকে জানিয়েছেন। এজন্য নবিজি ﷺ পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের পূর্বে তাউজ পাঠ করতেন তথা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন।

যদিও আয়াতটিতে সরাসরি মহানবি ﷺ কেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; কিন্তু এ নির্দেশনা সব মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য। পাশাপাশি আল্লাহর এই নির্দেশনা থেকে জানা যায়, 'তাউজ' পাঠ করা কেবল পবিত্র কুরআনের সাথেই সম্পৃক্ত। সুতরাং সাধারণ বই পাঠের সূচনায়, বক্তৃতার প্রারম্ভে কিংবা কোনো ভালো কাজের শুরুতে 'তাউজ' বলার বিধান নেই। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে 'বিসমিল্লাহ' বলা যায়। কারণ তা মহানবি ﷺ এর সুন্নাহ।

কুরআন তিলাওয়াতের পূর্বে তাউজ পড়ার কারণ

প্রশ্ন হতে পারে, কুরআন পাঠের পূর্বেই কেন তাউজ পড়ার বিধান দেওয়া হলো? উত্তরে বলা যায়— এর সঠিক জবাব একমাত্র মহান রাব্বুল আলামিন দিতে পারবেন। তবে ওলামায়ে কেরাম তাদের ইলম অনুযায়ী এর দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন।

এক. বান্দার অন্তরকে গাইরুল্লাহর ছোঁয়া থেকে রক্ষা করার জন্যই তাউজ পড়া জরুরি। তাউজ পাঠের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর কাছে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে তাঁর সীমাহীন শক্তি ও ক্ষমতার কাছে আত্মসমর্পণ করে। পাশাপাশি বান্দা এ কথাও

[৪৭] মূলত শব্দটি হবে 'তআওউজ'। উচ্চারণ সহজতার জন্য 'তাউজ' লেখা হয়েছে। অর্থ: 'আউজু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম' বলা বা পড়া।

[৪৮] সুরা নাহল, আয়াত : ৯৮।

স্বীকার করে যে, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই বান্দাকে সমস্ত অনিষ্ট থেকে হেফাজত করার ক্ষমতা রাখেন।

দুই. শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। মহান আল্লাহ মানুষকে কুমন্ত্রণা দেওয়ার জন্য শয়তানকে সুযোগ দিয়েছেন। এটা পার্থিব জীবনে মানুষের পরীক্ষার উপকরণ। আর মানুষ সেই পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে। তাই কুরআন পাঠের শুরুতে তাউজ পড়বে। কারণ, তাউজকে শয়তানের কুমন্ত্রণা ও ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকার রক্ষাকবচ বলা হয়েছে।

হাফেজ ইবনু কাছির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'জামহুর ওলামায়ে কেরামের প্রসিদ্ধ মত অনুসারে তিলাওয়াতের পূর্বে তাউজ পড়ার উল্লেখযোগ্য কারণ হলো তিলাওয়াতকে অভিশপ্ত শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে রক্ষা করা।'[৪৯]

এ কারণে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে কুরআন তিলাওয়াতের শুরুতে তাউজ পড়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন। কারণ, বান্দা যখন তিলাওয়াতের শুরুতেই অভিশপ্ত শয়তানের ধোঁকা থেকে মুক্ত থাকবে; তখনই তার তিলাওয়াত যথার্থ হবে এবং সে কুরআন অনুযায়ী আমল করতে পারবে।

হাফেজ ইবনু কাছির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যখন কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে।' এই আয়াতের অর্থ হলো, যখনই তিলাওয়াত করতে চাইবে, তখনই তাউজ পড়বে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'যখনই নামাজে দাঁড়াবে, তখনই তোমাদের মুখমণ্ডল... ধৌত করবে' অর্থাৎ যখনই নামাজে দাঁড়াতে চাইবে তখনই।'

তাউজ পড়ার হুকুম

তবে তাউজ পড়া ওয়াজিব নয়; মুস্তাহাব। এ ব্যাপারে ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতানুসারে এ বিষয়টি অর্থাৎ কুরআন তিলাওয়াতের পূর্বে তাউজ পড়ার বিষয়টি মুস্তাহাব।'[৫০] তবে ফাতওয়া এর উপর নয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা সামনে আসছে।

---

[৪৯] তাফসির ইবনু কাছির, ১/১১১।

[৫০] তাফসিরু কুরতুবি, ১/৮৬।

পরিশেষে...‘তাউজ হলো শয়তানের ধোঁকার জালে আটকা পড়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। তাই মানুষের জীবনব্যবস্থার একমাত্র দিক-নির্দেশক আল-কুরআন তিলাওয়াতের আগে প্রত্যেক মানুষের জবান এবং কলবকে পবিত্র রাখতে তাউজ পড়া জরুরি।

নবিজি ﷺ তাউজ পড়ার উদ্দেশ্যে যা পাঠ করতেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ তাউজ পড়ার উদ্দেশ্যে বলতেন—

{أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ؛ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ}

উচ্চারণঃ আউজুবিল্লাহিস সামিউল আলিমি মিনাশ শাইতানির রাজিমি; মিন হামজিহি ওয়া নাফখিহি ওয়া নাফছিহি।

অর্থঃ আমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় চাচ্ছি; আমি আরও আশ্রয় চাচ্ছি তার ওয়াসওয়াসা থেকে, তার অহংকার থেকে এবং তার জাদুটোনা থেকে।

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

'রাসুলুল্লাহ ﷺ নামাজ শুরু করার পর কুরআন তিলাওয়াতের পূর্বে এই দোয়া পড়তেন।'[৫১]

তাউজে বর্ণিত শব্দগুলোর ব্যাখ্যা

শয়তানের অর্থ: শয়তান মূলত প্রতিটি উগ্র বিদ্রোহীর নাম। তবে এখানে বিশেষভাবে উদ্দেশ্য ইবলিস শয়তান। যেমন আল্লাহ তাআলা ইবলিসকে 'শয়তান' আখ্যা দিয়ে বলেছেন,

'নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের জন্য প্রকাশ্য শত্রু'।[৫২]

---

[৫১] আবু দাউদ, হাদিস: ৭৭৫। হাদিসের মান: সহিহ। এ ধরনের হাদিস তিরমিজি ও মুসনাদে আহমাদেও বিদ্যমান।

[৫২] সুরা ইউসুফ, আয়াত: ৫।

বিতাড়িত বলার কারণ: ইবলিসকে আল্লাহ তাআলা তার অহংকার ও হিংসার কারণে জান্নাত থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। এজন্য তাকে বিতাড়িত বলা হয় এবং সবসময় তাকে বিতাড়িত ও অভিশপ্ত বলেই সম্বোধন করা উচিত। কারণ, আল্লাহ তাআলা ইবলিসকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

'বের হ এখান থেকে, নিশ্চয়ই তুই বিতাড়িত এবং তোর উপর আমার অভিশাপ কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত'।[৫৩]

ওয়াসওয়াসার ব্যাখ্যা: লিসানুল আরবে শব্দটির আভিধানিক অর্থ লিখেছে— গোপন শব্দ ও মনের খটকা। আর শারিআতের পরিভাষায় ওয়াসওয়াসা দ্বারা কুমন্ত্রণা, মনের ভেতর খারাপ ধারণা এবং খারাপ কাজ করার মানসিকতা সৃষ্টি হওয়াকে বুঝায়। এটা মূলত শয়তানের পক্ষ থেকেই হয়। এজন্য নবিজি ﷺ শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে বাঁচতে আল্লাহর আশ্রয় চেয়েছেন। আর তা নবিজি ﷺ সহ সমগ্র মানবজাতির প্রতি আল্লাহর আদেশ। তিনি বলেছেন,

'(হে নবি) আপনি বলুন, আমি আশ্রয় চাচ্ছি... তার অনিষ্ট থেকে যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে।'[৫৪]

অহংকার: প্রত্যাখান, দাম্ভিকতা এবং কোনো বিষয়ে কারো সীমা অতিক্রম করাই অহংকার। অহংকারের সঙ্গে অবাধ্যতার একটা বিশাল যোগসাজশ রয়েছে। আর এসব বিষয় শয়তানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে। এজন্যই সে পিতা আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করেনি। যার ফলে সে চিরদিনের জন্য অভিশপ্ত হয়েছে। সেই অহংকার থেকেও নবিজি ﷺ আল্লাহর আশ্রয় চাইতেন। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।'[৫৫]

---

[৫৩] সুরা সোয়াদ, আয়াত: ৭৭-৭৮।

[৫৪] সুরা নাস।

[৫৫] সুরা লুকমান, আয়াত: ১৮।

জাদুটোনা: জাদু একটি কুফুরি ও ধ্বংসাত্মক কাজ। বড় গোনাহের মধ্যে জাদু অন্যতম। জাদুর কারণে মানুষের নেক আমলগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। এজন্যই একে কুফুরি কাজ বলা হয়। আর জাদুকররা চিরকাল অকৃতকার্য থাকবে বলেই কুরআনুল কারিমে মহান আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। এরশাদ হয়েছে,

'জাদুকর যেখানেই থাকুক, কোনো কালেই সফলকাম হবে না।'[৫৬]

শয়তানের মূল মিশন হলো মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। শয়তান এ মিশন বাস্তবায়ন করতে জাদুকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে। সে কারণে কুরআন-সুন্নায় জাদুকে কুফরি ও ধ্বংসকারী কাজ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জাদু করা শয়তানের কাজ ও কুফুরি বলেই নবিজি ﷺ এর থেকে বাঁচতে আল্লাহর আশ্রয় চাইতেন।

[৫৬] সুরা তাহা, আয়াত: ৬৯।